মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি

যুগ্ম সম্পাদনায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির পক্ষে

যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ও

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির পক্ষে

সুকুমার বিশ্বাস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি
ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত

মুখবন্ধ

পূর্ব-পাকিস্তান রূপান্তরিত হয়েছে বাংলাদেশ-এ। বাঙালী আজ এক স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে আন্দোলনের সূচনা, অগণিত শহীদের আত্মত্যাগে আজ তা' বাস্তব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি ২৭শে মার্চ থেকে যে কর্মসূচী রূপায়িত করার চেষ্টা করেছে তার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা ছিল মুক্তিফৌজের তরুণ বন্ধুদের এবং দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের সর্বস্তরের শিক্ষকদের সাহায্য করা। আমাদের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে থেকে আমরা এ দায়িত্ব যথাসাধ্য পালনের চেষ্টা করেছি। বিগত মে মাসে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'র উদ্যোগে বাংলাদেশের প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি। তারপর থেকে এই দুই সংগঠন পরস্পর পরিপূরকভাবে সৌহার্দ্যের সঙ্গে যুগ্ম কর্ম প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এই সংকলন সেই যৌথ প্রচেষ্টার স্মারক হয়ে থাক। আদর্শে উদ্বুদ্ধ—নব প্রেরণায় সঞ্জীবিত বহু তরুণের সান্নিধ্যে এসেছি। এ'রা আজ জয়ী।

এই জয়ের মুহূর্ত শুধু উৎসবের মুহূর্ত নয়। নব সঙ্কল্প গ্রহণের। এই লগ্নে আজ নূতন করে দেশকে গড়ার সঙ্কল্পে ব্রতী হতে হবে। বাংলাদেশের নগর শহর গ্রাম আজ দানব ইয়াহিয়ার তাণ্ডবের স্বাক্ষর বহন করছে। স্বজন-হারা মা-বোনেদের হাহাকার চতুর্দিকে ধ্বনিত হচ্ছে। এরই মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে শেখ মুজিবুরের স্বপ্নের বাংলাদেশ।

গণ-প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার-এর যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন সার্বভৌম। একটি কাজ এখনও বাকী—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজও কংসের কারাগারে। তাঁকে মুক্ত করতে হবে। কেমন করে তা আমাদের জানা নেই। তবে এটা ঘটাতে হবে তা জানি।

বাংলাদেশ-এর তরুণেরা তথা মুক্তিযোদ্ধারা আজ ছড়িয়ে পড়ুক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে—জীবনের নূতন মূল্যবোধ নিয়ে তারা জীবন রক্ষার কাজে ব্যাপৃত হোক। সৃষ্টি হোক বাংলাদেশ-এ নূতন মূল্যবোধ।

বাংলাদেশ-এর ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায় আজ নূতন কর্মচাঞ্চল্যের সূচনা হোক। তরুণ শক্তির প্রয়াসে সম-সমাজ গঠনের কাজ শুরু হোক।

সর্বশেষে প্রণতি জানাই মুক্তিফৌজ ও ভারতীয় জওয়ানদের মধ্যে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতান্ত্রিক সম-সমাজ গঠনের আদর্শের জন্য এঁদের আত্মদান যেন বৃথা না হয় এ দায়িত্ব, আজ যাঁরা রইলেন, তাঁদের বহন করতে হবে। পালা শেষের বেলায় আজ এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, আধিকারকবৃন্দ সকল অধ্যাপক ও সর্বস্তরের কর্মচারীদের এবং বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভ্য কর্মীদের। এই কর্মকাণ্ডে তাঁরা সবাই সানন্দে অকুণ্ঠচিত্তে সহযোগিতা করেছেন। ধন্যবাদ জানাই অধ্যাপক সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রিয়দর্শন সেনশর্মা, ডঃ ধ্রুবজ্যোতি লাহিড়ী, শ্রীজ্ঞানেশ পত্রনবীশ, শ্রীসুধাংশু দাস, শ্রীঅনিল সরকার, ডঃ অনিরুদ্ধ রায়, শ্রীমতী মৃন্ময়ী বসু যাঁরা ছিলেন এই কর্মযজ্ঞের হোতা। ধন্যবাদ জানাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির নিরলস সক্রিয় কর্মী শ্রীমানস হালদার, শ্রীঅনিল বসু, শ্রীনিত্যগোপাল সাহা, শ্রীমতী কৃষ্ণা চক্রবর্তী, শ্রীমতী

নীহার সেন, শ্রীমান সুব্রত চৌধুরী, শ্রীশ্যামল ভৌমিক এবং আরো অনেক নতুন বন্ধুদের যাঁদের সাহায্য আমরা এই সহায়ক কর্মে নিত্য পেয়েছি।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক।

জয় বাংলা। জয় হিন্দ।

দিলীপ চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি

অজয় রায়
সম্পাদক, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ইং ২১।১২।৭১

প্রসঙ্গত

বাংলাদেশ। এক নতুন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বীরের রক্তস্রোতে, মায়ের অশ্রুতে, শহীদের আত্মদানে প্রতিষ্ঠিত। যার মূলে ছাত্র আর তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল। লাখো শহীদের রক্তে রাঙা এই সংগ্রাম জাতীয় মুক্তির। এ জাতীয়তাবাদ পরজাতি পীড়নের আত্মশ্লাঘার সংকীর্ণতা নয়। পৃথিবীর সব ছোট বড় জাতিই জাতীয় প্রগতির সাধনায় তৎপর। বাঙালী বিশ্বকবিও মাথা ঠেকিয়েছেন দেশের মাটিতে, যেখানে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমায় যে মানুষেরা বাস করে পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায় তাঁদের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি সাধনই বাংলাদেশবাসীর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দায়িত্ব। ষোড়শ শতকের বাঙালি কবি চণ্ডীদাসও বলেছেন এই মানব মুক্তির মূলসূত্র :-,

শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

রাষ্ট্রীয় সাধনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও খুঁজে পেয়েছেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের এই পথের সন্ধান।

এই মুক্তি সাধনার প্রাথমিক কর্তব্য পরাধীনতার বন্ধন আজ ছিন্ন হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের বীর্যে। প্রতিটি নাগরিকের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ হবে সেই বন্ধন মুক্তি। তার জন্য চাই বাক্যের স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি। চাই নারীর সামাজিক স্বাধিকার। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই দায়িত্ব পূর্ণ হলে এগিয়ে যেতে

হবে সমাজতন্ত্রের পথে। কারণ যতক্ষণ না অর্থনৈতিক বন্ধন মুক্তি ঘটে, যতক্ষণ না প্রতিটি মানুষের ভাত, কাপড়, আশ্রয়, শিক্ষার মৌলিক দাবীগুলির মানুষোচিত নিম্নতম প্রয়োজন স্বীকৃত হয়, ততদিন গণতন্ত্রও অসার্থক। তাই গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেছেন ত্রিসূত্র—গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র।

সংগ্রামের বর্তমান স্তর হচ্ছে সংগঠনের মধ্য দিয়ে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। সন্দেহ নাই এ সংগ্রাম কঠোরতর হবে। এ সংগ্রামে, আরো ত্যাগ, আরো দুঃখ আর স্বেচ্ছা দারিদ্র্য বরণের প্রয়োজন হবে। দারিদ্র্য লজ্জার নয়, যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক নিরন্ন নিরাশ্রয় সেখানে তথাকথিত সাংস্কৃতিক রুচির নাম করে ধনিক আভিজাত্যের বিলাসিতাই লজ্জার। মনে রাখতে হবে যত দিন না শেষতম মানুষটি তার ন্যূনতম অধিকার সসম্মানে পায় ততদিন অতিরিক্ত গ্রহণ করাও হারাম। আর সবচেয়ে বেশী দরকার হবে সার্বিক ঐক্যের। বাংলাদেশ সরকার যে ঐক্য স্থাপন করেছেন তাকে আরো সুদৃঢ় আরো ব্যাপক করে তুলতে হবে।

এ কাজ কে করবে? এ কাজ নিঃস্বার্থ তরুণের। যে তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা ত্যাগে, দুঃখে, কৃচ্ছ্রতায় এবং মৃত্যুবরণের দুঃসাহসে সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তাঁদেরই নিতে হবে এই সুকঠোর মহান দায়িত্ব। ভরসা করি রক্তের নদীতে সর্ব পাপ ধুয়ে ফেলে বাংলাদেশবাসী সে কঠোর সংগ্রামের যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে। আশা করি দুষ্ট রাজনীতির ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র কৌশল পরিত্যাগ করে তাঁরা দেশপ্রেমে, ত্যাগে, সেবায়, সত্য-নিষ্ঠায়, চরিত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রয়াসে সচেষ্ট হবেন। বিশ্বাস করি আড়াই হাজার বছরের পুরানো বঙ্গ সংস্কৃতির মহান রিক্থের দায়ভাগ বাংলাদেশবাসীরা যোগ্যতার সঙ্গে বহন করতে পারবেন। এই সংকলনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, শিল্পী এবং সাংবাদিকেরা, এই আশাই ব্যক্ত করেছেন।

রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে দ্বিতীয় সীমান্তের মুক্তিযোদ্ধা বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিকদের সহমর্মিতার এক স্বাক্ষর সংকলনের এই পরিকল্পনা হয়েছিল গত সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে। নানা কারণে তখন তা হয়ে ওঠেনি। নভেম্বরের শেষ ভাগে যখন পরিকল্পনাটি পুনরুজ্জীবিত হয় তখন অনেকেই অমত করেছিলেন, অনেক দেরী হয়ে গেছে বলে। কিন্তু 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'র সম্পাদক শ্রীদিলীপ চক্রবর্তীর আগ্রহে এবং 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি'র সম্পাদক ডঃ অজয় রায়ের উৎসাহে 'একেবারে না করা থেকে বিলম্বেও ভালো' এই প্রবচন অনুযায়ী অতঃপর পুস্তিকাটি প্রকাশ করা গেল। বচনগুলি সংগ্রহ করেছেন ডঃ অজয় রায়ের সহযোগিতায় অধ্যাপক সুকুমার বিশ্বাস। যোগাযোগ করা যায়নি বলে আরো অনেকের উক্তি সংযুক্ত করা গেল না। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির বচনও শেষ পর্যন্ত বাদ রয়ে গেল। সে জন্য আমরা দুঃখিত। লেখাগুলি বিভিন্ন বিভাগে লেখকদের নামের আদ্য অক্ষরের ক্রমানুসারে বিন্যাসের চেষ্টা করা হয়েছে।

এই পুস্তিকার প্রাথমিক পরিকল্পনায় অধ্যাপক জ্ঞানেশ পত্রনবীশের ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। 'ভারত ফোটোটাইপে'র শ্রীঅজিত গুপ্তকেও ধন্যবাদ। আমাদের এই 'সহায়ক' প্রচেষ্টাকে তিনি সকল সহায়তা করেছেন দেশপ্রেমে। আঁকা ছবি এবং প্রচ্ছদ চিত্র দান করে বাংলাদেশের বিখ্যাত শিল্পী কামরুল হাসান সাহেব, প্রাণেশ বাবু ও শ্রীনিতুন কুণ্ডু আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। জয় সোনার বাংলা। জয় ভারত।

খৃষ্ট জন্মদিন, ১৯৭১

দ্বারভাঙ্গা ভবন
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুকুমার বিশ্বাস

খোলো খোলো দ্বার ওগো গৃহস্থ,
থেকো না থেকো না লুকায়ে—

যার যাহা আছে আনো বহি আনো
সব দিতে হবে চুকায়ে।
ঘুমায়ো না আর কেহ রে।

হৃদয় পিণ্ড ছিন্ন করিয়া
ভাণ্ড ভরিয়া দেহো রে।
ওরে দীন প্রাণ, কী মোহের লাগি
রেখেছিস মিছে স্নেহ রে॥

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই—
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

—রবীন্দ্রনাথ

তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল বোশেখীর ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

—নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশের সাত কোটি মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্যে আমাদের আজকের এই সংগ্রাম। অধিকার বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।

বুলেট বন্দুক বেয়নেট দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে আর স্তব্ধ করা যাবে না। কেননা জনতা আজ ঐক্যবদ্ধ।

—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

প্রধান মন্ত্রী
গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

১৬. ১২. ৭১

বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে আত্মত্যাগী এক মহান জাতির বিজয়ের আর এক নাম স্বাধীন গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। এ বিজয় সাড়ে সাত কোটি শৃঙ্খলিত বাঙ্গালীর তথা বিশ্বের নির্যাতিত গণতন্ত্রকামী মানুষের।

ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে থাকবে বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধা ও দেশপ্রেমিক লাখো লাখো মানুষ যাঁরা তাদের পবিত্র বক্ষের রক্তের ফল্গুধারায় প্লাবিত বঙ্গজননীকে আবদ্ধ করে গেছে কৃতজ্ঞতার নাগপাশে। সাথে সাথে বরণীয় ভারতবর্ষের ৫৫ কোটি মানুষ, ভারত সরকার, মিত্র বাহিনী ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাঙ্গালী জাতির এই স্বাধীনতা যুদ্ধে সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের আলেখ্য।

মাতৃভূমির কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ মুক্তিসেনানীদের চলার পথে ওরা বিজয়ের আনন্দে মুখর হয়ে উঠুক।

জয় বাংলা।

—তাজউদ্দীন আহমদ

খন্দকার মোশতাক আহমাদ
পররাষ্ট্র, আইন এবং
সংসদীয় মন্ত্রী
গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

ডিসেম্বর ১১. ১৯৭১

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তিযুদ্ধ আজ বিজয় লগ্নে উপনীত হয়েছে। আজকের এই দিনে বাংলার মুক্তি বাহিনীর অভূতপূর্ব বিক্রম সমগ্র জাতি এবং স্বাধীনতাপ্রিয় বিশ্ব মানুষ শ্রদ্ধা-ভরে স্মরণ করছে।

নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলার মুক্তি বাহিনী একটা সুশিক্ষিত সাম্রাজ্যবাদী সেনা-বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে যে অসম সাহসিকতার নজির প্রতিষ্ঠা করেছেন—জাতীয় ইতিহাসে চিরদিন তা দেদীপ্যমান থাকবে। তাঁরা রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন। তাই স্বাধীন বাংলার এই বীর সন্তানদের কাছে তাঁদের উত্তরসূরীরা চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে।

নিরহঙ্কার চিত্তে ও সবিনয়ে আমাদের মুক্তি বাহিনী বিজয়ের বরমাল্য গ্রহণ করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। বীরের বিজয় যাতে অহমিকায় ম্লান হয়ে না যায় তার জন্যে সচেষ্ট থাকতে আমি আমার সন্তানদের অনুরোধ জানাব।

জয় বাংলা

—খন্দকার মোশতাক আহমাদ

বর্বর অত্যাচারী সামরিক শাসকের হাত থেকে রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ মুক্ত ও স্বাধীন করবার অটুট সঙ্কল্প নিয়ে বাংলাদেশের সোনার ছেলেরা যুদ্ধ করছেন।

মৃত্যু বরণ করে যাঁরা দেশকে স্বাধীন করবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প তাঁদের উদ্দেশ্য কোন দিন বৃথা যায় না।

দুনিয়ার স্বাধীনতাকামী সকল মানুষ আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে।

মুক্তি যোদ্ধাদের স্বাধীনতার জন্য প্রাণদান বৃথা যাবে না। বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই।

আমাদের পার্টি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়ছে।

যাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মদান করছেন তাঁদের সকলের স্মৃতির প্রতি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমেই শহীদ মুক্তি যোদ্ধাদের স্মৃতি আরো উজ্জল ও প্রোজ্জল হয়ে উঠবে।

—মোজাফ্‌ফর আহমদ

১. ১২. ৭১

বাংলার মুক্তি সংগ্রাম একটা জাতির মরা-বাঁচার সংগ্রাম। রক্ত, নিষ্ঠা, ঐক্য, ত্যাগ আর তিতিক্ষা এ মুক্তিকে তরান্বিত করিতে পারে।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মুক্তি সংগ্রামী বীর সৈনিকদের প্রতি অযুত অভিনন্দন সহ আমার আহ্বান আপনাদের মহান সংগ্রামকে আরো সংহত করুন। শত্রুকে মরণ আঘাত হানুন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম, প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রগতির—এই সংগ্রামে আমরা জয়যুক্ত হবোই।

—সৈয়দ আলতাফ হোসেন

আমাদের লড়াই শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা কায়েমের লড়াই। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়া এবং ভারতের জনগণ ও সরকার-সহ সারা পৃথিবীর শান্তিকামী গণতন্ত্রকামী জনতা আমাদের পক্ষে।

ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত:—জনতার সর্বস্তরের সমন্বয়ে গঠিত আমাদের মুক্তি বাহিনীর ভাইয়েরা জ্বলন্ত দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ধরে শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। ইস্পাত কঠিন ঐক্যের দ্বারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ট এবং চীনের আশীর্বাদপুষ্ট বর্বর ইয়াহিয়ার ভাড়াটে বাহিনীকে বিতাড়িত করে আমাদের অজেয় মুক্তি বাহিনী বাংলার স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনবেই।

—মতিয়া চৌধুরী

বাংলাদেশের বীর মুক্তি বাহিনী জনগণের দুর্ধর্ষ বাহিনী। আত্মত্যাগের দীক্ষায় মুক্তি বাহিনীর জঙ্গী যোদ্ধারা উদ্বুদ্ধ ও বলীয়ান, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে তাঁহাদের অন্তর সমুজ্জ্বল। যে দুর্বার গতিতে তাঁহারা দস্যু হানাদারদের হটাইয়া দিয়া মুক্ত এলাকা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন তাহা অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর। আমরা বিশ্বাস করি সেই দিন বেশী দূরে নয় যে দিন আমাদের মুক্তি যোদ্ধারা বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তি সমূহের সমর্থনে মাতৃভূমির পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিবে।

অজেয় মুক্তি বাহিনী চির অমর।

—মণি সিংহ

৩০. ১১. ৭১

আজ আমরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দ্বারে সমুপস্থিত। মুক্তি সংগ্রামের সাফল্য অবধারিত। ইতিমধ্যে ভারত এবং ভুটান রাষ্ট্র আমাদের গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তা নিঃসন্দেহে একটি গভীর তাৎপর্যবহ ও ঐতিহাসিক ঘটনা, এজন্যে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। আমাদের এই যুগান্তকারী মুক্তি সংগ্রামে আমাদের মুক্তি বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও বিপুল আত্মত্যাগ বিশ্বের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। তাঁদের গৌরব উদ্দীপক শৌর্য-বীর্য মণ্ডিত রণ-দক্ষতার কাহিনী আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। আমাদের মুক্তি সেনানীদের জন্য সত্যিই আমরা গর্বিত এবং সংগ্রামে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আমি বিশ্বাস করি যে, যেমন যুদ্ধের পর্যায়ে তেমনি আমাদের জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ রচনাত্মক কর্ম-কাণ্ডেও আমাদের শান্তি মুক্তি ও প্রগতির আদর্শে দীপ্ত মুক্তি সেনানীদের প্রভূত অবদান থাকবে।

মুক্তি সেনানীদের আমি আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভ কামনা জানাই।

—**শ্রীমনোরঞ্জন ধর**

৮. ১২. ৭১

"তোমাদের দেশপ্রেমে চাঁদের আলোর স্নিগ্ধতা,
তোমাদের বুকের খুনে ম্লান রক্ত পলাশ,
তোমাদের দৃষ্টিতে ম্লান মধ্যাহ্ন সূর্য,
তোমাদের বাহুতে শক্তির উদ্বোধন
কণ্ঠে রুদ্রের আহ্বান
তোমাদের সালাম জানাই।"

—**গাজীউল হক**

সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর এই স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের সার্বিক মুক্তির সংগ্রাম। সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনে আমরা বদ্ধপরিকর।

—ডঃ অজয় রায়

তোমাদের অজেয় সাহস, অকুণ্ঠ দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার জন্য সর্বমুহূর্তে চরম আত্মত্যাগের প্রস্তুতি শত্রুদের বিরুদ্ধে অমোঘ অস্ত্রস্বরূপ। সর্বপ্রকার বিকলতা এবং যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে তোমরা দেশের জন্য সত্য, ন্যায় ও আদর্শবাদীতার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছ তার তুলনা নেই। তোমরা আমাদের গৌরব।

তোমাদের জয় হোক

জয় বাংলা

—ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক

৭. ১২. ৭১

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি,

প্রণতি জানাই তোমাদের অপূর্ব দেশপ্রেমকে, অকুতোভয় আত্মত্যাগে, দুর্জয় সংকল্পকে৭ তোমরা নতুন উষার স্বর্ণদ্বার উদ্ঘাটন করেছ।

তোমরা শপথ নিয়েছ অপমানিত নারীর নামে, পুত্র শোকাতুরা মায়ের নামে, সদ্য পিতৃহীন শিশুর নামে দৃঢ়মুষ্টিতে অস্ত্র ধরে তোমরা বেদনাকে রূপান্তরিত করেছ বিপ্লবে।

আমরা শপথ নিচ্ছি তোমাদের নামে : এ দেশকে তোমাদের আত্মত্যাগের উপযুক্ত করে গড়ে তুলব, সমাজকে নতুন করে ঢেলে সাজাব।

—ডঃ আনিসুজ্জামান

বাংলাদেশের চূড়ান্ত দুর্দিনে পশু পাকসেনাদের হাত থেকে দেশকে সম্পূর্ণ মুক্ত করবার জন্য আমাদের মুক্তি বাহিনীর বীর সৈনিকগণ আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, বিক্রম, ধৈর্য এবং দেশপ্রেমিকতার যে উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তার নিদর্শন একান্ত বিরল। জীবনের সমস্ত মায়াকে তুচ্ছ করে, অনেক অভাব ও দীনতাকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে এবং দুঃখ, কষ্ট ও দুর্ভোগের সকল ছোবলকে দু'পায়ে দলিত মথিত করে যাঁরা আজ স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় দুর্বার জয়যাত্রার পথে নিরন্তর অভিযাত্রী, সেই সব বীর সেনানীকে আমি আমার প্রাণভরা শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। কিন্তু শুধু শুভেচ্ছা বা শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি যেন তৃপ্তি অনুভব করতে পারছি না। আগামী কাল যখন বাংলাদেশ শত্রুর কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে তখন প্রত্যেকটি মুক্তিযোদ্ধাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তবেই আমি তৃপ্তি অনুভব করবো। কেননা জননী জন্মভূমি বাংলাদেশের জন্য তাঁরা যা করেছেন বিগত দু'হাজার বছর কোন বঙ্গ সন্তানকে দিয়েই তা সম্ভব হয়নি। সে কারণেই বোধ করি শহীদ সিরাজদ্দৌলা এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ পর্যন্ত বঙ্গপ্রেমিক সব মনীষীর পবিত্র আত্মা এই বীর সেনানীদের কপালে রক্ততিলক পরাতে তাঁদের মঙ্গল হস্ত প্রসারিত করেছেন।

—ডঃ মযহারুল ইসলাম

যুদ্ধ, যুদ্ধ সারাবেলা

নিজেই জানিনে আমি কখন কি ভাবে
আমার অস্থির হাত হয়ে ওঠে আক্রোশের উদ্যত কৃপাণ
শত্রুহননের গাঢ় নেশা বেড়ে ওঠে রক্তময় জিরাফের গ্রীবা
মৃত্যুকে করিনে ভয়, বিপর্যয়, সমূহ বিপদ
উপেক্ষার দড়িতে বাঁধি, প্রকৃতই বুঝি আমি যুদ্ধের দেমাক
আমার মাথার মধ্যে ঝলসে ওঠে আদিম বাস্তব
যে হাত পাখির অঙ্গে রাখতো নরম আনাগোনা
গোলাপের দেহে তুলাতো আকুল, সে হাত
সহসা দেখি লেলিহান হিংস্রুক নিষাদ
আমার সমস্ত দেহে যুদ্ধবেশ, আমার
সমস্ত রক্তে যুদ্ধের কসম :
জানিনে নিজেই আমি আমার দুচোখ
কখন সহসা দেখি জ্বলে ওঠে ভীষণ মাইন
যে চোখ রাখতো ভরে এতো দিন উদ্দাম সবুজ, বন
বৃষ্টির সহজ ইমেজ, সে চোঁখ এখন ছাখো একলক্ষ মধ্যাহ্নের
ঝাঁ ঝাঁ রোদ, বস্তুত আগুন, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রহরা সতত
আমার সমস্ত বুক সৈনিকের দীপ্তরোষ, উথাল পাথাল
বাজপাখি, বোমারু বিমান,
আমার বুকের হাড়ে সারি সারি মাইনের দুর্ভেদ্য ব্যূহ
এই বুকে একদিন ছিলো মানবিক স্পর্শকাতরতা
ডালপালা নিসর্গ কানন, নদীর নিঃশব্দ বিস্তার
সে বুকে জ্বলছে চিতা, অহরহ
কবরের করুণ সন্তাপ ধিকিধিকি

সে পা মাড়ায়নি কভু খুনী দজ্জালের মাতাল শহর
রক্তের বুনো দাগ, সে পা এখন ছুটছে সারাক্ষণ
যুদ্ধের সম্মুখ সোয়ার, অশ্বারোহী
ছুটে যাচ্ছে এই পা থেকে পা, হাত থেকে হাত, আকুল
এক পা হচ্ছে হাজার পা, পদাতিক
এক হাত হাজার হাত
তীরন্দাজ, বল্লম শিকারী
চোখ ঠিকরে আগুন পড়ে, বুকে ওঠে ধা ধা করে আদিম রোদ্দুর
অথচ যোদ্ধা নই, পিতৃপুরুষের বংশের ধারায় অনভ্যস্ত
নিরীহ বাঙালী, তবু যুদ্ধ করি, যুদ্ধ, যুদ্ধ সারাবেলা
যখন বাড়ায় হাত আমার বুক থেকে কেড়ে নিতে
একখণ্ড সবুজ জমিন
দেশ যার নাম।

—মহাদেব সাহা

●

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্ব-ইতিহাসে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র আর সাম্যের লক্ষ্যে নিয়োজিত গণবিপ্লবী জনযুদ্ধের এক অবিনশ্বর অধ্যায়রূপে চিহ্নিত হবে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা এই অধ্যায়ের অসম-সাহসী বীর রচয়িতা হিসেবে চির কীর্তিত হবেন।

যারা অবহেলিত, নিপীড়িত, শোষিত বঞ্চিত আর সর্বহারা, যারা আপাত দৃষ্টিতে অসহায় আর একান্ত নিরীহ নরম, তারা একটা সুনির্দিষ্ট বৈপ্লবিক প্রগতির লক্ষ্য নিয়ে একত্রিত হয়ে উঠে দাঁড়ালে যে কোন বাধা চূর্ণ করে এগিয়ে যেতে পারে। এই সত্যটিকে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা তথা সাড়ে সাত কোটি অধিবাসী নরনারী শিশু বুকের রক্তে বিশ্ব গণ-ইতিহাসের পাতায় নতুন করে লিখে দিয়েছেন। জয় স্বাধীন বাংলাদেশ। জয় বিশ্ব জনগণ সংহতি। জয় নব উত্থান। জয় বাংলা।

—রণেশ দাশগুপ্ত

॥ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অভিনন্দন ॥

জয়তু মুক্তি বাহিনী।

স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ আপনাদেরই ত্যাগের অবদান। আমাদের মহান্ প্রতিবেশী ভারতের জনগণ ও সরকার আজ আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এই দেশের ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যময় ধারা অনুসরণে। এমন আনন্দের দিনে, আপনারা যেখানেই থাকুন, আমিও আপনাদের পাশে আছি।

বঙ্গ জননীর সত্যিকার সন্তান আপনারা। অন্যায়, অবিচার এবং পাশব জুলুমের ঝড়ে মুহ্যমান, যখন দেশের মা-বোন ভাইয়েরা নির্মম মৃত্যুর সম্মুখে অসহায় মুখ থুবড়ে পড়েছিল, বেজ্জইতির বোঝা বুকে আর্তনাদ তুলছিল, তখন আপনারা মানবতার পতাকা হাতে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে। জান্-কবুল শপথ অন্তরে প্রদীপের মত জ্বালিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন। তিন হাজার বছর পূর্বে জালেম ফেরাউনের সম্মুখে হজরৎ মুসার মত আপনাদের কণ্ঠেই গর্জে উঠে-ছিল, "Let my people go—আমার দেশবাসীর গা থেকে হাত সরাও।" বীরের ধর্মপালনে আপনারা এতটুকু কার্পণ্য করেন নি।

আজ তাই জঙ্গীশাহীর লেলিয়ে দেওয়া কুকুরেরা লেজ গুটিয়ে পলায়ন তৎপর, আসন্ন বিপর্যয়ের মুখে দিশেহারা।

যে আদর্শের পথ আপনারা দেখিয়েছেন, তা চিরদিন পৃথিবীর কাছে শ্রদ্ধার সামগ্রী হয়ে থাকবে। আপনাদের কৃতিত্ব আমার মত বয়ঃবৃদ্ধের মনে হিংসার উদ্রেক করে, তা অকপটে স্বীকার করছি।

কারণ, কেউ ইতিহাস পড়ে, আবার কেউ কেউ ইতিহাস লেখে। আপনারা ইতিহাসকেই রচনা করে চলেছেন। তার চেয়ে উন্মাদনাময় মহান্ কর্তব্য কিছু আছে, তা আমার কাছে অজ্ঞাত। আপনাদের

হাতিয়ার ইতিহাস-রচনার তুলি, তা কোন দিন কেউ ভুলে যেতে পারবে না।

তাই আপনাদের মনে রাখতে অনুরোধ করবো : আপনারা সেই মূর্খদের মত নিশ্চয় বিশ্বাস করে বসবেন না, যাদের কাছে বন্দুকের নলই সকল শক্তির উৎস। মানবতা ও নৈতিকতাই হোক আপনাদের কাছে সকল শক্তির বিকাশ-কেন্দ্র। সে সব প্রতিষ্ঠার জন্যে যদি বন্দুকের নল প্রয়োজন হয়, তা তুলে নেবেন বৈকি, আজ যেমন নিয়েছেন। হত্যা-পূজা বীরের ধর্ম নয়, যদিও তাঁরা যোদ্ধা।

আমাদের যুদ্ধ কেবল পশ্চিম পাকিস্তানের নরকায় পশু সৈন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়। আমাদের যুদ্ধ মানবতা-প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ।

হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ফাঁদ পেতে তেইশ বছর 'অখণ্ড পাকিস্তান', 'ইসলাম বিপন্ন' প্রভৃতি ভণ্ডামির আচকান গায়ে জড়িয়ে বাংলাদেশবাসীর উপর পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরতন্ত্র যে রোলার চালিয়েছিল—সেই সাম্প্রদায়িকতা ধ্বংসের জন্য আমাদের এই যুদ্ধ।

অসহায়, নগ্ন, ভুখা, দুঃখাচ্ছন্ন ক্লিষ্টমুখ দেশবাসী যারা কোন দিন মানুষের মর্যাদা পায়নি, যেমন পায়নি দুমুঠো অন্ন, শিক্ষা বা মাথা-গোঁজার নিশ্চিন্ত ঠাঁই—তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার ব্রতই আমাদের এই যুদ্ধ, যেন অসহায়তার হতাশা আর কাউকে অহরহ বিদ্ধ না করে।

আমাদের যুদ্ধ পৃথিবীর সকল শোষণ, অন্যায় অবিচারের মূল উৎপাটনের যুদ্ধ।

আপনাদের রাইফেলের শব্দে, কুচকাওয়াজে ধ্বনিত হোক বাংলাদেশের সেই ভবিষ্যৎ আগমনী-সঙ্গীত।

মুক্তি বাহিনী জিন্দাবাদ। জয় বাংলা।

—শওকত ওসমান

৬. ১২. ৭১

দখলদার পাকিস্তানীরা মাতৃভূমি বাংলাদেশের মাটি বর্বর অত্যাচারে কলুষিত করেছে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালী মুক্তি-যোদ্ধা, চলুন আমরা ওদের প্রবাহিত রক্তে সেই অত্যাচারের সমস্ত চিহ্ন ধুয়ে ফেলি।

—সিকান্দার আব জাফর
৩. ১২. ৭১

মুক্তি বাহিনীর ভাইদের প্রতি—
প্রিয় ভাইয়েরা আমার,

আপনারা রক্তের আখরে রচনা করে চলেছেন স্বাধীন বাংলা-দেশের প্রাণের আল্পনা। আপনারা সৃষ্টি করে চলেছেন আর্ত মানবতার জন্যে সান্ত্বনা ও ভরসার এক নতুন ইতিহাস। তাই কোন প্রশংসাই আজ আপনাদের মহান্ কর্মকৃতির পক্ষে যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে রয়েছে আপনাদের জন্যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আসন। সেই আসনে প্রতিষ্ঠিত আপনাদের আমি জানাচ্ছি আমার অন্তরের ঐকান্তিক প্রীতি ও অভিনন্দন।

—সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
৮. ১২. ৭১

শুভ হোক তোমাদের যাত্রাপথ।

তোমাদের আত্মত্যাগ, অপরিসীম সাহসিকতা, মাতৃভূমির প্রতি অগাধ অনুরাগ আমাদের জয়যাত্রাকে সুগম ও সফল করেছে।

তোমাদের কল্যাণ হোক।

—সৈয়দ আলী আহ্‌সান

পাকিস্তানী হানাদার-শূন্য বাংলার মাটির ওপর স্বাধীনতার পতাকা ওড়ালেই মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবে না। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবে সেই দিন যে দিন শোষণহীন স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তব সত্যে পরিণত হবে।

রক্তস্নাত বাংলার মানুষ বিশ্বাস করে মুক্তিযোদ্ধারা আজকের শ্মশান বাংলাকে আগামী দিন সোনার বাংলায় পরিণত করবে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অটল বিশ্বাস রেখে তাই আজকেই আওয়াজ তুলতে চাই "জয় সোনার বাংলার"।

—কামরুল হাসান

২. ১২. ৭১

একজন পেশাদার সৈনিক আর একজন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে পর্বত প্রমাণ ব্যবধান রয়েছে।

প্রথমজন হলো এক আদর্শবিহীন নেকড়ের মত। যার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া যায় তার পেছনেই ছোটে। মৃত্যু ধ্বংস আর রক্তপাত যার একমাত্র লক্ষ্য। লোভ লালসা আর লুণ্ঠন যার নিত্য সহচর।

কিন্তু একজন মুক্তিযোদ্ধা হলো অনেক আগুনে পোড়ানো খাঁটি সোনার মত উজ্জ্বল একটি আদর্শের প্রতীক। যার প্রতিটি পদক্ষেপ মানবিক মূল্যবোধের নিক্তিতে ওজন করা। সে হচ্ছে শান্তির সৈনিক। মুক্তির প্রহরী। জনগণের বন্ধু। সভ্যতার রক্ষক।

মুক্তিযোদ্ধার ভূমিকা শুধুমাত্র দেশকে শৃঙ্খল মুক্ত করার মধ্যে সীমিত থাকবে না। দেশের মানুষকে সকল রকমের অন্যায় অবি-চার ও অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করে এক শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও মুক্তিযোদ্ধাদের এক বিরাট ও মহান ভূমিকা রয়েছে। আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে সচেতন বীর মুক্তি যোদ্ধারা। আপনারা আমার বিপ্লবী অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

—জহির রায়হান

দেশপ্রেম সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হানাদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রতিদিনের সাফল্যের মূলে রয়েছে এই জ্বলন্ত দেশপ্রেম। এক অসম যুদ্ধে তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সাথে রয়েছে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর ত্যাগ আর ধৈর্যের দীক্ষা। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছার উৎস আবহমান বাংলা ও বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য।

—**দেবদাস চক্রবর্ত্তী**

ভায়েরা আমার,

দেশ জননীর মুক্তি সাধনায় ব্রতী আমরণ সংগ্রাম প্রতিজ্ঞ তোমরা, সরাসরি তোমাদের সহকর্মী হয়ে সাথে থাকতে না পারলেও, আমি মনে প্রাণে চির তোমাদের। আমার কণ্ঠ তোমাদের অনেক সাহায্য করতে হয়ত পারে না, তবু এই স্বল্প ভাগ্য নিয়েই তোমাদের পাশে অলক্ষ্য আহ্বান হয়ে থাকবার ইচ্ছায় সাজিয়ে দিলাম তোমাদের তর্পণে, সাধনে আমার আশীর্বাণী। ইতি

—**মোহাম্মদ আবদুল জব্বার**

আমার প্রাণের গান আমি গাইতে পারিনি অকুন্ঠিত চিত্তে, নির্ভয়ে—আমার ভাষা—আমার পোষাক সম্বন্ধে শুনেছি নিরন্তর আপত্তি। আমার মত করে আমি চলতে পারিনি—বলতে পারিনি—প্রাণ খুলতে পারিনি। আমার দুর্জয় ভাইয়েরা—আমার প্রাণকে তোমরা মুক্তি দাও—জীবন দাও আমাকে! সমস্ত বাঙালীর প্রাণ ঢালা আশীর্বাদ ঝরবে তোমাদের উপর। তোমাদের মুখের দিকে চেয়ে আছি ব্যাকুল প্রতীক্ষায়। তোমাদের ত্যাগের মহিমার কাছে আমার শির আভূমি আনত হচ্ছে। হে সংশপ্তক বাহিনী—আমার সালাম নাও!

—**সন্‌জীদা খাতুন**

সুরের ধারায় সংগ্রামের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। সুরের এই সংগ্রাম অসুরের বিরুদ্ধে, অসুন্দরের বিরুদ্ধে। সোনার বাংলা, রূপসী বাংলা আমার জননী। জননীর আঁচলে বসন্তের সোনা রঙ, চোখে অতলান্ত নীলের গভীরতা, কেশে মায়াবী হেমন্ত রাত্রির আর্দ্রতা। বাংলাদেশকে হানাদার মুক্ত করার সংগ্রামে আজ তাই সামিল দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা থেকে শুরু করে শিল্পী, সাহিত্যিক, মুটে, মজুর, ছাত্র, শ্রমিক সবাই। শুধু গুণীর হাতে সেতারের ঝঙ্কারে এই যুদ্ধের আহ্বান ধ্বনিত নয়, একতারা যার হাতে সেও এই সংগ্রামে রয়েছে পুরোভাগে। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ডাকে আজ আমরা সকলে উদ্বুদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ। এই সংগ্রামে জয় আমাদের অনিবার্য। জয় বাংলা।

—সমর দাস

২৮. ১১. ৭১

সত্য, ন্যায় এবং মানবতার প্রেমে উৎসর্গীকৃত (নিবেদিত প্রাণ) মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় মানব জাতির ইতিহাসে যোজন করল আর এক অম্লান রক্তস্বাক্ষর। আবেগের বাষ্পে ভাষার জ্বালামুখ যেখানে রুদ্ধ সেখানে কি দিয়ে আমি বিস্ফোরণ ঘটাব তাঁদের এই বিজয়োল্লাসে !

—সুভাষ দত্ত

পশ্চিমা হানাদার, বেঈমান, নরঘাতক, হিংস্র পশুরা সোনার বাংলা বাঙালীর রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছে। তাদের উৎখাত ও উচিত শাস্তি দিবার জন্য তোমরা বাংলার বীর সন্তানরা এ জীবন তুচ্ছ করে পবিত্র মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার যে ব্রত নিয়েছ তার পিছনে আমরাও আছি। তোমাদের প্রতিদিনের অগ্রগতিতে আমি ও আমাদের শিল্পী সত্তা মুগ্ধ। পরম করুণাময় তোমাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।

বিনীত

—শ্রীহরলাল রায়

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি

সোনার বাংলার সোনার সন্তানরা,
জীবনের দামে জীবন কিনছো যারা,
তোমরা আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য নাও॥
প্রার্থনা করি

পবিত্র এ রক্তস্রোতে
দেশ হোক শুচিস্নাত ;
রক্তে ভেজা এ মাটিতে
বপন করা হোক
নব জীবনের বীজ॥

—**হাসান ইমাম**

১৪ই অগ্রান ১৩৭৮

আমরা সকলেই আজ মুক্তিযোদ্ধা। দেশ জননীর মুক্তির লড়াইয়ে আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ। আমাদের হাতে মুক্তি সংগ্রামের পতাকা। এই যুদ্ধে আমাদের হাতে নানা অস্ত্র। কারো হাতে তুলি, কারো হাতে কলম, কারো হাতে কাস্তে বা হাতুড়ি, কারো হাতে রাইফেল, স্টেনগান, গ্রেনেড। কিন্তু লক্ষ্য আমাদের এক—বাংলা দেশের স্বাধীনতা, স্বাধীন বাঙালী জাতির প্রতিষ্ঠা।

আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রামের পেছনে রয়েছে হাজার বছরের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ চেতনার ফল্গুধারা। চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ। নজরুল থেকে জীবনানন্দ—আবহমান বাংলার এই প্রাণ চেতনাই আজ মুক্তি চেতনায় রূপান্তরিত, মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত এই মুক্তিযুদ্ধে বাংলার বিজয় অবশ্যম্ভাবী। জয় বাংলা।

—**আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী**

২৯. ১১. ৭১

ত্রিশ বছরের সাংবাদিক জীবনে একটি বিশ্বযুদ্ধসহ কত রাজনৈতিক উত্থান পতন, এবং বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছি, বিভিন্ন সময়ে মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয়ে বিব্রতবোধ করেছি, নিজের পেশার প্রতি সং থেকে জনমত গঠনের জন্য লেখনী চালনা করেছি, কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সব কিছুকেই অতিক্রম করে গেল। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র একটি জাতি ন্যায় ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে একটি সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে সফলতার সঙ্গে মরণপণ সংগ্রাম করেছেন, এ রকম ঘটনা এর পূর্বে কোথাও ঘটেছে বলে জানা নেই।

রাজনৈতিক স্বার্থে কোন কোন দেশের সরকার সাময়িকভাবে এই সংগ্রামের বিরোধিতা হয়তো করতে পারেন, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা হল, সে সব দেশের জনমত ন্যায় ও সত্যের পক্ষেই রয়েছেন। তারা মনে প্রাণে আমাদের বিজয় কামনা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিবাহিনীর এই সংগ্রামে যে-সব মুক্তিযোদ্ধা বীরের মত শহীদ হয়েছেন, সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্মৃতিতে তাঁরা মৃত্যুঞ্জয়ী সত্যের প্রতীক।

—আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী

'এ দেশ আমার গর্ব
এ মাটি আমার চোখে সোনা
আমি করে যাই—
তারই জন্ম বৃত্তান্ত ঘোষণা।'

মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার মাটি থেকে হানাদার বর্গীদের বিতারিত কোরে দেশকে

পিশাচ মুক্ত কোরতে আমাদের দুর্ধর্ষ মুক্তিবাহিনী প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছেন, তাঁদের গৌরবময় অগ্রযাত্রায় আমরা গর্বিত। মানুষের শক্তি শয়তানের কাছে কোন দিন হার মানেনি। তাই জয়ী—আমরাই। জয় বাংলা, জয় মুক্তিবাহিনী।

—কামাল লোহানী

সুদীর্ঘ সংগ্রাম এবং শত-সহস্র মানুষের প্রাণের মূল্যে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি শত্রুমুক্ত হতে চলেছে। শত বছরের ঔপনিবেশিক শাসন এবং সুদীর্ঘকালের পশ্চিমা শোষণের যাঁতাকল থেকে মুক্ত হয়ে বাঙালী জাতি আজ তার স্বকীয় সত্তা নিয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিকারী হয়েছে। এই সাফল্যের মূলে রয়েছে আমাদের বীর মুক্তিবাহিনীর অসমসাহসিক ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম। এই মহালগ্নে আমরা আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই অভিনন্দন। আগামী দিনে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে শান্তি, প্রগতি ও মানবতার সৈনিক হিসেবে তুলে ধরার কাজেও আমাদের মুক্তিবাহিনী সক্রিয় ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর তা-ই ঐকান্তিক প্রত্যাশা।

—ফেরদৌস কোরেশী

জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন ও মুক্তি সংগ্রামে সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই ঐক্যবদ্ধশক্তিকে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী রক্তস্রোতে ডুবিয়ে দিতে বৃথাই চেষ্টা করছে। রণাঙ্গনে আমাদের মুক্তি বাহিনীর অসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগ প্রমাণ করেছে যে, মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত ন্যায় যুদ্ধে কোন জাতি যখন উদ্বুদ্ধ হয় দুনিয়ার কোন শক্তি তাকে পরাভূত করতে পারে

না। সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ অস্ত্র সাহায্যে বলীয়ান পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর আধুনিক সমরাস্ত্র সজ্জিত সুশিক্ষিত বাহিনী বাংলাদেশে আজ সকল রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণে পিছু হঠছে। শান্তির জন্য গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সাথে বাঙ্গালীর জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম আজ একাত্ম ও অভিন্ন।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ভারতের জনসাধারণ ও সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থন আর এই মুক্তি সংগ্রামে নানাভাবে সাহায্য করতে গিয়ে ভারতের জনসাধারণ যে ত্যাগ স্বীকার করছেন ও নিঃস্বার্থ মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছেন ইতিহাসে তার তুলনা বিরল।

আমাদের বীর মুক্তিবাহিনী যাঁরা সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর স্বাধীনতার জন্য, সুখী সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যতের জন্য, এই উপমহাদেশে শান্তি ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে বিশেষভাবে ভারতের সাথে সৌভ্রাতৃমূলক সম্পর্ক ও প্রকৃত মৈত্রীর জন্য রণক্ষেত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে রক্ত ঢালছে তাঁদের চূড়ান্ত জয়ের মুহূর্ত দ্রুততর হোক এই শুভেচ্ছা কামনার সাথে ভারতের প্রসারিত বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার হস্তকে গভীর আবেগে গ্রহণ করছি। বীরের রক্তস্রোতে দীর্ঘ চব্বিশ বছরের ঘৃণার দুর্ভেদ্য দেয়াল আজ ভেঙে পড়ছে। মুক্তি ও মৈত্রীর প্রসারিত দিগন্ত আজ আমাদের দৃষ্টিসীমায়। জয় বাংলা।

—**সন্তোষ গুপ্ত**

আমিও নিজেকে মুক্তিযোদ্ধাদের একজন বলে মনে করি। আমি দেখেছি তোমাদের ত্যাগ সাহস শৌর্য। তাতেই ভরসা পেয়েছি দেশ স্বাধীন হবে। আশা পেয়েছি তোমরা বাংলাদেশকে সোনার বাংলা করে তুলতে পারবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার এই উষালগ্নে তোমাদের জানাই লাখো সালাম ও শুভেচ্ছা।

—**এম, এম, আনোয়ারুজ্জমান**

বাংলাদেশ আজ শত্রুমুক্ত। আমরা স্বাধীন, স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক আমরা। এই পুণ্য অরুনোদয়ে আসুন আমরা সবাই মিলে সৃষ্টিকর্তার কাছে হাত তুলে শক্তি মেগে নিই যাতে আগামী দিনে সোনার বাঙলা গড়তে শত বাধা বিপত্তি, ঝড় ঝঞ্ঝার মুখোমুখি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, চলতে পারি হাতে হাত কাঁধে কাঁধ রেখে।

নিত্য গোপাল সাহা

২০. ১২. ৭১

মুক্তিযোদ্ধা ভাইরা,

আমার ও আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাচ্ছি গভীর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বাংলাদেশকে বর্বর পাকসেনাদের দখল থেকে মুক্ত করার জন্য আপনাদের বুকের রক্তে যে দুর্বার সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে—সে সংগ্রামের জয় সুনিশ্চিত। আমাদের মুক্তির দিন ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি শ্রমিক কৃষক ছাত্র মধ্যবিত্ত জনগণের প্রকৃত মুক্তির জন্য আজ আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ভবিষ্যতের সুখী সমৃদ্ধিশালী ও শান্তিময় দেশ গঠনের জন্য, গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য আসুন আমরা সবাই আমাদের সংগ্রামকে দুর্বার করে তুলি।

—নুরুল ইসলাম
সভাপতি
বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন

আমি মুক্তিযোদ্ধা। সার্বিক মুক্তির জন্য আমরা লড়ছি। দেশকে শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্ত করলেই চলবে না, চলবে
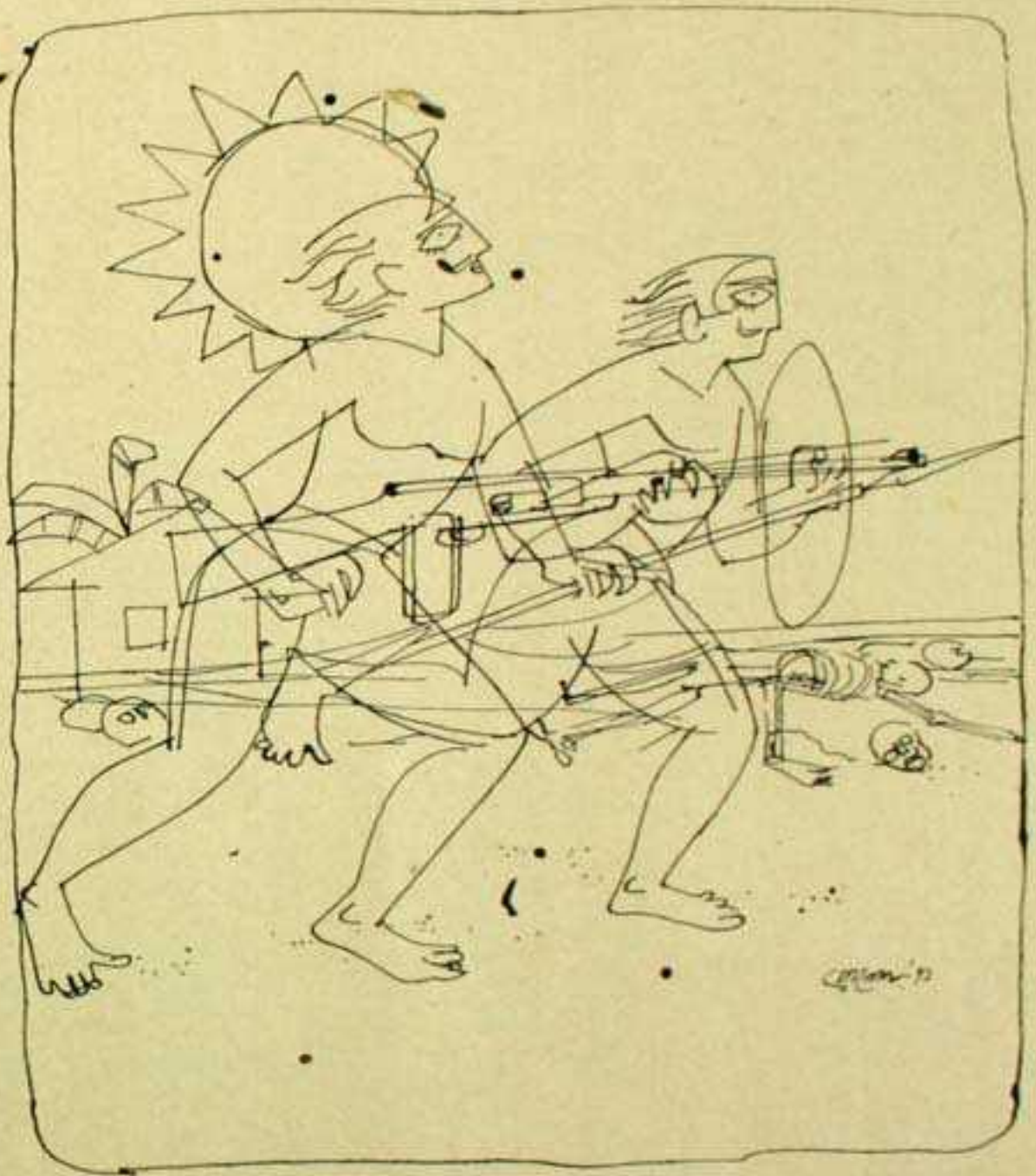
না শুধু স্বাধীন দেশে স্বাধীন পতাকা উত্তোলন করেই। একটি নতুন সোনার বাংলা গড়তে হবে, গড়তে হবে নতুন সমাজ। যে সমাজে প্রতিটি মানুষ দু'বেলা পেটপুরে ভাত কাপড় আর উপযুক্ত শিক্ষা পাবে, রোগে ওষুধ। যে সমাজের প্রতিটি মানুষ হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবে, বাংলাকে, বাঙালীকে, আবার নতুন করে চিনবে। যে বাংলার কথা, যে সমাজের কথা আমাদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রোজ আমাদের বলতেন।

আমাদের রাইফেল গর্জে উঠবে একদিকে শত্রুনিধনে অপর দিকে সাম্প্রদায়িকতা অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে। গর্জে উঠবে স্টেনগান, সকল মানবিকতা, গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র রক্ষায়।

সাথী বন্ধুরা আমার, আসুন সবাই মিলে আবার আমরা শ্মশান বাংলাকে সোনার বাংলায় পরিণত করি, দেশ গড়ি। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর আশীষ আমাদের সাথে।

জয় বাংলা।

জয় সোনার বাংলা।

—শেখ কামালউদ্দিন

মুক্তির সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। বাংলার মাটিতে বহুরক্ত ঝরেছে, ঝরছে। বহুমায়ের কোল শূন্য হয়েছে, বহু স্ত্রী তার স্বামী হারিয়েছে, বহু বোন ধর্ষিতা হয়েছে।

অরুণ প্রাতে তরুণ মুক্তি সেনানীর দল তোমরা চলেছো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালী রয়েছে তোমাদের সাথে।

এই উষালগ্নে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তোমাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি বাংলার মাটি আবার যেন রক্তে লাল

না হয়, আবার যেন মা সন্তান হারা না হন, স্ত্রী যেন স্বামী হারা না হয়, অপর বোন যেন অপমানিতা না হয়।

আমরা মানুষ, মানবিকতার পূর্ণবোধ নিয়ে যেন বাংলার প্রতিটি মানুষকে দেখতে পারি, যেন গড়তে পারি আমার বাংলাকে, বাংলাদেশকে, আমার সোনার বাংলাকে।

জয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

জয় বাংলা।

—শফিউদ্দিন সারোয়ার (বাবু)
ছাত্রলীগ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন শেষ পর্যায়ে। স্বাধীন রাষ্ট্র "পাকিস্তানে" থেকেও বাংলাদেশে নতুন করে স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনে যে সত্যটি কাজ করেছে তা হচ্ছে অর্থনৈতিক শোষণ নিপীড়ন আর অত্যাচার। এ শোষণ আর বঞ্চনার অবসান একমাত্র শোষণ মুক্তি আন্দোলনে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সেই মুক্তি আন্দোলনের উপকরণ আছে বটে, কিন্তু মুক্তি আন্দোলন এখনও শেষ হয় নি—শুরু হয়েছে মাত্র।

"পাকিস্তান" থেকে "স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলনে বাংলাদেশের ছাত্র-যুব সমাজ অগ্রণী সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শোষণ নিপীড়ন আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সে আন্দোলনে ছাত্র সমাজ পিছ-পা হয়ে থাকতে পারে না। মুক্তি আন্দোলনে বাংলাদেশের ছাত্র-যুবক সমাজ মেহনতী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের ঐতিহ্যবাহী গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করবেই।

মোসাদেক হোসেন (স্বপন)
সাধারণ সম্পাদক
সমাজবাদী ছাত্র জোট
বাংলাদেশ

পরিশিষ্ট—পরিচিতি

১। তাজউদ্দিন আহমদ, প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২। খন্দকার মোশতাক আহমাদ, পররাষ্ট্র আইন ও সংসদীয় মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৩। অধ্যাপক মজাফ্ফর আহমদ, সভাপতি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি।

৪। সৈয়দ আলতাফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি।

৫। মতিয়া চৌধুরী, বাংলাদেশের অগ্নিকন্যা, লেখিকা, ন্যাপ নেত্রী।

৬। মণি সিংহ, বাংলাদেশের প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা।

৭। মনোরঞ্জন ধর, প্রবীণ নেতা, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস।

৮। গাজীউল হক, বাংলা ভাষা আন্দোলনের নেতা, লেখক।

৯। ডঃ অজয় রায়, বিজ্ঞানী রিডার, পদার্থবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সম্পাদক, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি।

১০। ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক, ঐতিহাসিক, উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। সভাপতি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি।

১১। ডঃ আনিসুজ্জামান, সাহিত্যিক, রিডার, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

১২। ডঃ মযহারুল ইসলাম, সাহিত্যিক, অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

১৩। মহাদেব সাহা, সাংবাদিক, তরুণ কবি।

১৪। রণেশ দাশগুপ্ত, লেখক, মানুষের জন্য জীবনের বেশীর ভাগ সময়টা কারাগারে কাটিয়েছেন।

১৫। শওকত ওসমান, ঔপন্যাসিক, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা কলেজ।

১৬। সিকান্দার আবু জাফর, কবি।

১৭। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৮। সৈয়দ আলি আহসান, সাহিত্যিক, অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

১৯। কামরুল হাসান, চিত্রশিল্পী।

২০। জহির রায়হান, লেখক, চিত্র পরিচালক, ও প্রযোজক।

২১। দেবদাস চক্রবর্তী, চিত্রশিল্পী।

২২। মোঃ আবদুল জব্বার, কণ্ঠশিল্পী।

২৩। সনজীদা খাতুন, রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়িকা, লেখিকা, অধ্যাপিকা।

২৪। সমর দাস, সংগীত পরিচালক।

২৫। সুভাষ দত্ত, চলচ্চিত্র অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক।

২৬। হরলাল রায়, পল্লীগীতির একনিষ্ঠ সাধক।

২৭। সৈয়দ হাসান ইমাম, চলচ্চিত্র অভিনেতা, পরিচালক ও প্রযোজক।

২৮। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী লেখক ও সাংবাদিক।

২৯। আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী, প্রবীণ সাংবাদিক।

৩০। কামাল লোহানী, সাংবাদিক।

৩১। ফেরদৌস কোরেশী, সাংবাদিক।

৩২। সন্তোষ গুপ্ত, সাংবাদিক।

৩৩। এম, এম, আনোয়ারুজ্জামান, প্রধান শিক্ষক, লোহাগড়া যশোর। সহ-সম্পাদক বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি।

৩৪। নিত্যগোপাল সাহা, শিক্ষক, মুক্তি আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী।

৩৫। নুরুল ইসলাম, সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন।

৩৬। শেখ কামালউদ্দীন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পুত্র, মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্রলীগ কর্মী।

৩৭। শফিউদ্দীন সারোয়ার (বাবু) মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্রলীগ কর্মী।

৩৮। মোসাদেক হোসেন স্বপন, সাধারণ সম্পাদক, সমাজবাদী ছাত্র জোট বাংলাদেশ।

প্রকাশক :

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি
ও
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি

মুদ্রক :

অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২/১, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ :

নিতুন কুণ্ডু
বাংলাদেশ